"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু"

সালাফদের আখলাক

আযান প্রকাশনী
/azanprokashoni

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ——— ৭
অনুবাদকের আর্জি ——— ৮
প্রকাশকের কথা ——— ১১
ইলম ও আমলে ইখলাসের ফুলঝুরি ——— ১৩
বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথযাত্রী ——— ১৫
তাওয়াক্কুল ——— ১৭
বাইরেও যেমন ভিতরেও তেমন ——— ২০
জুলুম-নির্যাতনের সময় সবর করা ——— ২৩
নেককারদের সুহবত ——— ২৫
দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতমুখীতা ——— ২৬
চিরস্থায়ী আযাবের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় ——— ২৮
গুনাহতে জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা ——— ৩০
সুবিচার করতে না পারার আশংকা ——— ৩২
অসুস্থতায় অনুশোচনা ——— ৩৪
মরণকে স্মরণ ——— ৩৬
দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া ——— ৩৮
মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ——— ৪০
স্ত্রীর জ্বালাতনে সবর ——— ৪২
নেতৃত্বের লোভ পরিত্যাগ ——— ৪৪
নসীহত প্রদান ——— ৪৬
উত্তম ব্যবহার ——— ৪৮
তাকওয়া-আল্লাহভীতি ——— ৫০
কিয়ামুল লাইল ——— ৫২
চরিত্র গঠন ——— ৫৪
আখিরাতের কাজকে প্রাধান্যদান ——— ৫৭
আল্লাহর যিকির ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি দরূদ ——— ৫৯
কোমল হৃদয়ের আবাদ ——— ৬১

❁ সালাফদের আখলাক

স্বল্প আমলের ভীতি ——— ৬৩
বাড়ি তৈরীতে অনীহা ——— ৬৫
সালাফদের চোখে দুনিয়া ——— ৬৭
হালালে অপচয় নয় ——— ৬৯
আপনারে বড় বলে বড় সেই নয় ——— ৭০
ভুলের ভয় ——— ৭২
পরস্পরের খোঁজ নেওয়া ——— ৭৫
ইবলীসের মোকাবেলা ——— ৭৭
শোকরগুজার ——— ৭৯
তাকওয়া নির্ণয় ——— ৮১
অন্যের দোষত্রুটি লুকানো ——— ৮৩
বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ——— ৮৫
চুপ থাকা ও উত্তম কথা বলা ——— ৮৬
বাক সংযমতা ও সিয়াম ——— ৮৮
গীবত পরিত্যাগ ——— ৮৯
সালাতে খুশু খুজু ——— ৯১
গোপনীয়তা রক্ষা ——— ৯২
নিজের ভুল বড় ভুল ——— ৯৪
উদারতা ও সৌহার্দপ্রীতি ——— ৯৬
মেহমানের হক আদায় ——— ৯৮
দাওয়াত কবুলে সাবধানতা ——— ১০০
দান-সাদাকাহ্ ——— ১০১
ভাই-বন্ধু নির্বাচন ——— ১০৩
শত্রুতা না করা ——— ১০৫
গুনাহ্র ভয়ে নির্জনতা অবলম্বন ——— ১০৭
বিনয় ——— ১০৯
আমলে নয় অবহেলা ——— ১১১
গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা ——— ১১৩
সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ——— ১১৫
আমল নিয়ে গর্ব না করা ——— ১১৮
সালাতের প্রস্তুতি ——— ১১৯
ব্যবসায়ে সতর্কতা ——— ১২০

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমদ ফরীদ ১৯৫২ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠেন। শিশুকালে মাকে হারিয়ে তিনি বাবার কাছে বড় হতে থাকেন। মানসূরাতে মেডিসিন অনুষদে এক বছর পড়াশুনা করেন। অতঃপর আলেকজেন্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি মেডিসিনের ওপরে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

পড়াশুনা চলাকালে তিনি আল-ইখওয়ানুল মুসলিমিন গ্রুপের দলীয় নেতা ইবরাহীম জাফরানীর হাত ধরে আলেকজেন্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটিতে 'আল জামাআল ইসলামিয়া' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান।

ভার্সিটির জীবন শেষে শাইখ আহমাদ ফরীদ আবশ্যিক মিলিটারি সার্ভিসে যোগ দেন। সেখানে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। দাঁড়ি না কাটা ও লেবাস পরিবর্তন না করার কারণে তাকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়। এমনকি মিলিটারি সার্ভিস থেকে চাকরীচ্যুত করার আগে বেশ কয়েকবার তাকে জেলও খাটতে হয়। কারাজীবন শেষে তিনি বের হয়ে এসে দেখেন আল জামাআল ইসলামিয়া দুই দলে বিভক্ত। এক দল আল-ইখওয়ানুল মুসলিমিন। আরেকদল সালাফী। তিনি আকীদা, মানহাজ ও প্রত্যয় দেখে সালাফীদের দলে যোগ দেন। শাইখ আহমাদ ফরীদ বেশকিছু বই লিখেছেন। ইজিপ্ট (মিশর) ও ইজিপ্টের (মিশরের) বাইরে অনেক লেকচার ও খুতবা দিয়েছেন।

অনুবাদকের আর্জি

যাবতীয় হামদ ও সানা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। কোমল আচরণ, নরম ব্যবহার, উদারতা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা—সব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অতুলনীয় নমুনা। তবে যেখানে কঠোরতার দরকার ছিলো সেখানে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কঠোর। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনড় অবিচল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্রে ছিলো না কোন বাড়াবাড়ি, ছিল না কোন ছাড়াছাড়ি। চরিত্রের মানদণ্ডে তিনি সবদিক দিয়ে উত্তীর্ণ ছিলেন। কেননা স্বয়ং আল্লাহই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজি হিসেবে মনোনীত করেছেন। উম্মতের জন্য তাঁকেই উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন। উত্তম আখলাকের নজির হিসেবে তাঁকে মানব সমাজে স্থাপন করেছেন। আল-কুরআনে আখলাকের ওপর আয়াত এসেছে ১৫০৪টি। প্রায় চার ভাগের ১ ভাগ।

আল কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[১]

১. সূরা কলম, আয়াত : ৪

মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁকে পেয়েছিলেন পরশ পাথর হিসেবে। তাঁর পরশে তাঁরা নিজেদেরকে বিশুদ্ধতার চূড়ায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বলা, চলাফেরা, হাসি কান্না, সবর, উদারতা, সহনশীলতা, দয়া-দাক্ষিণ্যতা, কঠোরতা, রাগ-গোস্বা, আবেগ, ক্ষমাশীলতা — এসবই তাঁরা রপ্ত করেছিলেন। নিজেদের জীবনেও তা বাস্তবায়ন করেছিলেন জেনে-বুঝে। জাহিলিয়াতের বিষ ফেলে পান করেছিলেন উত্তম চরিত্রের অমিয় সুধা। এ সুধা পানে তাঁদের ভিতর বাহিরে ফুটে উঠেছিলো চরিত্রের সর্বোত্তম দিক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরশে নিকৃষ্ট জাতি রূপান্তরিত হয়েছিল সর্বোত্তম জাতিতে। সমাজের নীচু জাতি পেয়েছিল ঘাড় উঁচু করে দাঁড়ানোর সম্মান। সৃষ্টি ও সৃষ্টির মালিক - উভয়ের কাছেই। মালিক তাদের ওপরে খুশি, তারাও ছিলেন মালিকের ওপরে খুশি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ

আমি চরিত্রের উত্তম দিক পরিপূর্ণ করে দিতে প্রেরিত হয়েছি।[২]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ

কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম আখলাক।[৩]

সাহাবীদের প্রজন্ম যেমন নবী চরিত্রে আলোকিত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের পরবর্তী দুই প্রজন্মও একইভাবে আলোকিত হয়েছিলেন। এই তিন প্রজন্মকে বলা হয় সালাফদের প্রজন্ম। শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। নববী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয় প্রজন্ম।

---

২. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৪৪

৩. সহীহ ইবন হিব্বান, ৫৬৯৫; হাদীসটি সহীহ

❁ সালাফদের আখলাক

এই তিন প্রজন্মের আখলাক কেমন ছিল? কোন সে সৌন্দর্য যা আজকের দিনে বিরল, অপ্রতুল। কোন সে উজ্জ্বলতম দিক যা আমাদের মাঝে নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই বইটিতে—'মিন আখলাক্বুস সালাফ।' সালাফদের আখলাক।

এই বইটিতে সালাফদের আখলাক কেমন ছিল তা নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। মূল লেখক শাইখ আহমাদ ফরীদ। শাইখ বইটিতে কুরআন হাদীসের আলোকে সালাফদের আখলাক তুলে ধরেছেন। বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনায় সালাফদের কথা, আমল ও চারিত্রিক দিকগুলো সন্নিবেশ করেছেন।

অনুবাদের সময় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূল অর্থ ঠিক রাখতে। সুখপাঠ্য করার জন্য জটিল ও যৌগিক বাক্যগুলো সরল বাক্যে নিয়ে এসেছি। আশা করি, পাঠকবর্গ সহজেই বুঝতে পারবেন। যা কিছু ভুল আমার পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভালো আল্লাহর তরফ থেকে।

সুপ্রিয় পাঠক! অনুবাদে কোনো ভুল কিংবা দুর্বোধ্য বিষয় খুঁজে পেলে বা অপ্রাসঙ্গিক কোনো আলোচনা থাকলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অথবা প্রকাশনীতে জানিয়ে দেবেন। আমরা সানন্দে গ্রহণ করে নেবো ইন শা আল্লাহ! ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ!

অনুবাদ ও সম্পাদনা
— রাজিব হাসান

প্রকাশকের কথা

আখলাক। মানুষের অমূল্য সম্পদ। একজন মানুষের আখলাক দেখে তার সম্বন্ধে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা যায়। যার আখলাক যতো সুন্দর, সে মানুষ হিসেবে ততো উত্তম। এজন্যই হয়তো বলা হয়ে থাকে, 'ব্যবহারে বংশের পরিচয়।'

উত্তম আখলাক একজন মুসলিমের শক্ত হাতিয়ার। পরকালের উত্তম পাথেয়। এজন্য ঈমান ও আমলের সাথে আখলাক শিক্ষা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহ.) বলতেন, আদব ও শিষ্টাচার দ্বীনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা করাটা এজন্য খুবই জরুরী। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক ত্রিশ বছর ধরে আদব শিখেছেন আর জ্ঞান চর্চায় সময় দিয়েছেন বিশ বছর। অর্থাৎ ইলম অর্জনের সাথে সাথে আদব - আখলাক শিক্ষা করার গুরুত্ব অনেক বেশী।

বিজ্ঞজনেরা বলেন, আক্বিদা শিক্ষার আগে আখলাক শেখা জরূরী। এ কারণেই সম্ভবত ঈমাম শাফেয়ীদের মা'রা সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম অর্জনের আগে আদব শিক্ষা দিয়েছিলেন। আদব ও আখলাকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়া এক সোনালী প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন। সেই প্রজন্মের সলেহীন বান্দাদের আদব ও আখলাক নিয়ে মিশরের আলেমে দ্বীন শাইখ ফরীদ আহমাদ একটি কিতাবটি রচনা করেছেন। কিতাবটির নাম দিয়েছেন "মিন আখলাকুস সালাফ।"

বাংলা ভাষায় যার নামকরণ করা হয়েছে, "সালাফদের আখলাক।" বইটির ভাষান্তর ও সম্পাদনা করেছেন রাজিব হাসান। শারঈ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ।

❁ সালাফদের আখলাক

এই বইটি পড়লে সালাফদের সোনালী অতীতের সাথে পাঠকবৃন্দ পরিচিত হতে পারবেন। উত্তম আখলাক গঠনে উত্তম নাসীহা হিসেবে এই বইটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করি। সালাফগণ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে কেমন ছিলেন? আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে কেমন ছিলেন? মুমিনদের সাথে কেমন আচরণ করতেন? গুনাহগারদের ব্যাপারে উনাদের অবস্থান কেমন ছিলো? দুনিয়া ও আখিরাতকে উনারা কীভাবে পরিমাপ করতেন — ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো লেখক তুলে এনেছেন কলম ও কাগজের মোহনীয় বর্ণনা ভঙ্গিতে।

আশা করি এই ক্রান্তি লগ্নে উম্মাহ এই বইটি থেকে উপকৃত হতে পারবে। উত্তম আখলাকের গুরুত্ব সম্পর্কে সোনালী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।

আযান প্রকাশনী এই বইটি নিয়ে কাজ করতে পেরে আনন্দিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের খেদমতকে কবুল করে নিন। বইটি থেকে অর্জিত ইলমকে আমলে রুপান্তর করার তৌফিক দিন। অযাচিত ভুলত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল।

— আযান প্রকাশনী।

ইলম ও আমলে ইখলাসের ফুলঝুরি

সালাফদের ইলম ও আমলে ইখলাসের সরব উপস্থিতি ছিল অকল্পনীয়। রিয়া বা লৌকিকতার ব্যাপারে ছিলেন সদা জাগ্রত ও সজাগ। ইলম ও আমলে রিয়ার অনুপ্রবেশ নিয়ে সর্বদা তটস্থ থাকতেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ দ্বীন[৪]

এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

আল্লাহ ইখলাস ও তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধান ছাড়া
অন্য কোনো আমল গ্রহণ করেন না।[৫]

ইবরাহীম আত-তায়মী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখলিস হলো সে-ই, যে তার খারাপ আমলের ন্যায় নেক আমলগুলোকেও লুকিয়ে রাখে।'[৬]

আশ-শাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আলিমদের নীতি ছিলো, তারা কোনো কিছু শিখলেই সে অনুযায়ী আমল করতেন। আর আমল করলে তারা লোকচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে করতেন; লোকালয়ে তাদের দেখা মিলত না। লোকালয়ে তাদের দেখা না মিলার কারণে লোকজন তাদের খুঁজে বেড়াত। আর লোকেরা যখন তাদের খুঁজতে শুরু করতো, তখন তারা দ্বীন পালনে ফিতনার ভয়ে গা ঢাকা দিতেন।'[৭]

৪. সূরা যুমার, আয়াত : ৩
৫. সুনানুন নাসায়ী, ৩১৪০; হাদীসটি সহীহ
৬. তামবীহুল মুগতারিবীন, পৃ. ২৭
৭. প্রাগুক্ত, ২৮

❁ সালাফদের আখলাক

ফুযাইল ইবন ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'যদি দেখো শাসক কিংবা দুনিয়াদার লোকের কাছে কোনো আলিম বা আবেদ নিজের পরহেজগারিতার কথা বলছে, তাহলে নিশ্চিত থাকবে সে একজন রিয়াকারী তথা লোক দেখানো আমলকারী।'[৮]

ইখলাস বলতে বোঝায়, নিজের ইলম ও আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে যা আছে তার আকাঙ্ক্ষা করা এবং তা আল্লাহ থেকে চাওয়া। আর রিয়া বা লৌকিকতা হলো, কেউ তার প্রশংসা করলে বা কেউ তার আমলের কথা জানতে পারলে মনে তৃপ্তি অনুভব করা এবং হৃদয় প্রশস্ত হওয়া। সালাফগণ রিয়াকে কবীরা গুনাহ থেকেও বড় ও ভয়ানক মনে করতেন। কেননা রিয়া ছোটো শিরক। আর যেকোনো শিরক কবীরাহ থেকে বড় ও ভয়ানক।

ও ভাই! তুমি তোমার নফস, ইলম ও আমলের দিকে তৃক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাও। যদি তাতে রিয়া ও লৌকিকতা দেখতে পাও তবে অনুতপ্ত হও এবং আল্লাহর কাছে রোনাজারি করো। যে ব্যক্তি চায় তার আমলগুলো অন্যের কাছে প্রদর্শিত হোক কিংবা লোকে জানুক, সে তার আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। আর এ কারণে তাকে আখিরাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে হিফাযত করুন! আমীন।

---

৮. প্রাগুক্ত, ৩১

বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথযাত্রী

সালাফদের কথা ও কাজ ছিলো কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান নির্ভর। কোনো বিষয় তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হলে সে বিষয়ে কখনই তারা সামনে আগাতেন না। বিদআতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে তারা সর্বদা শঙ্কিত থাকতেন। কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো কথা বা কাজ যেন দ্বীনে প্রবেশ না করে এ জন্য তারা অহর্নিশ সতর্ক থাকতেন। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

রাসূলুল্লাহ তোমাদের কাছে যা নিয়ে আসে তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।[৯]

অপর আয়াতে বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অতএব যারা তাঁর (রাসূলের) নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ব্যাপারে সতর্ক হয়।[১০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যে আমাদের দ্বীনে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।[১১]

৯. সূরা হাশর, আয়াত : ৭

১০. সূরা নূর, আয়াত : ৬৩

১১. সহীহুল বুখারী, ২৬৯৭